IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

যুব সমাজে বিবেকানন্দ: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিণতি

নোটন সিং
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়

Abstract: Swami Vivekananda is the embodiment of youth. He wanted a number of young people, who would be infinitely brave, strong-willed, and active, for the real development of society and the country. He understood that to pull the poor Indians and to make the society dynamic, the youth will have to play a leading role. Because it is the youth who can pave the way for the future by overcoming various social barriers. But today's youth are misguided for various reasons. As a result, social disorders have come to the fore and have blocked the path of real development of the society and the country. Therefore, the advice of Swami Vivekananda is very important in shaping the character of the youth and building a better society. In this article, I have highlighted the contribution of Swami Vivekananda towards the youth and its relevance in today's time.

Keywords: society, country, youth, character, development

ঊনবিংশ শতকের বীর সন্ন্যাসী ও যুব সমাজের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত আর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৮৮১ সালে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাতে তাঁর জীবনে এক মোড় আসে। তিনি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁর প্রভাবে তিনি সন্ন্যাস গ্রহন করেন এবং গুরুর মতাদর্শ প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমন করেন। পরিভ্রমন কালে তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র এবং কুসংস্কারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সময় ভারতীয় সমাজ নানা দিক থেকে বিপর্যস্ত এবং যুব সমাজ হতাশাগ্রস্ত ও আত্ম বিশ্বাসের অভাবে ধুঁকছে। এই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা এবং প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা সাধারণ মানুষ তথা যুব সমাজের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। কারণ তিনি জানতেন যুব সমাজই ভবিষ্যতের কান্ডারী, তারাই পারে সমস্ত বাধা পেছনে ফেলে উন্নত সমাজ তথা দেশ গঠনে ব্রতী হতে। তাঁর বানী ও রচনা আজও বহু মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। যুবকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত উক্তি " ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পোঁছানো পর্যন্ত থেমো না।"[১] সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের

চাবিকাঠি যেখানে যুব সমাজের হাতে, সেখানে যুব সমাজ আজ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিপথে চালিত। যুব সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা, অসামাজিক কার্যকলাপ, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি ও অপব্যবহার, যৌন হয়রানি, সর্বোপরি গঠন মূলক কাজে অংশ গ্রহনে অনীহা এবং উদ্দেশ্য বিহীন চালচলন এসব কিছুই বর্তমান এই যুব সমাজের অস্থির পরিস্থিতির চিত্র।

এক্ষেত্রে যুব সমাজের সামাজিক অবক্ষয়ের কয়েকটি প্রধান কারণ তুলে ধরলাম। যেমন-

১) ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসম প্রতিযোগিতা ও অত্যাধিক মানসিক চাপ।

২) যথাযথ কর্মসংস্থানের অভাব।

৩) গতানুগতিক শিক্ষাকার্যক্রম এবং বাস্তবধর্মী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার অভাব।

৪) দক্ষতার অভাব।

৫)ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ।

৬) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি ও অপব্যবহার এবং

৭) নোংরা রাজনৈতিক কার্যকলাপে সম্পৃক্ততা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের মোহ।

যুব সমাজের এভাবে বিপথে চালিত হওয়া এবং অনৈতিক আচরণ যেমন নগর জীবনের জন্য ভোগান্তির কারণ তেমনি তা জাতীয় পর্যায়েও হতাশার ছাপ রাখছে। যথাযথ পরিকল্পনা ও পরিচর্যার অভাবে আমরা যুব সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে নিয়োজিত রাখতে ব্যর্থ হচ্ছি এবং তার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যুব সমাজের অসামাজিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে এবং তা সমাজে সৃষ্টি করছে অনিরাপত্তা, বাড়ছে ভোগান্তি,দুর্নীতি ও ধর্ষনের মতো জঘন্য অপরাধ। এই পরিস্থিতিতে যুব সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা অনেক খানি। তাই ভারত সরকার ১৯৮৫ সালের ১২ই জানুয়ারী তাঁর জন্মদিনটিকে যুব দিবস হিসাবে ঘোষনা করেছে। তারপর থেকে প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন যুব দিবস হিসাবে পালিত হয়। কারণ বিবেকানন্দের আদর্শ ও কাজ যাতে যুব সমাজের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

যুব সমাজ প্রকৃত পক্ষে যে কোন দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে গতিশীল ও প্রাণবন্ত অংশ। ভারত বিশ্বের অন্যতম তরুন দেশ। যেখানে প্রায় ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার বয়স ৩৫ বছরের কম। তাই সমাজ তথা দেশের উন্নয়নকল্পে যুব সমাজই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যুব সমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি "তুমি যা ভাববে, তাই হয়ে যাবে। যদি তুমি নিজেকে দুর্বল ভাবো, তবে দুর্বল হবে; আর যদি নিজেকে শক্তিশালী ভাবো, তবে শক্তিশালী হবে।"[২]

তিনি আর ও বলেছিলেন, "সর্বোচ্চের দিকে তাকাও, সেই সর্বোচ্চের দিকে লক্ষ্য রাখো এবং তুমি সর্বোচ্চে পৌঁছাবে।"[৩] তাঁর বার্তাগুলি ছিল সরল কিন্তু খুব শক্তিশালী।

ভারতীয় সমাজ পুনর্গঠনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে বিভিন্ন উপায়ের পরামর্শগুলি দিয়ে ছিলেন, তার মধ্যে শিক্ষা ছিল অন্যতম। কারণ শিক্ষা জনগণের চরিত্র গঠন ও ক্ষমতায়নের প্রধান উপায়। তিনি বলেছিলেন,যে শিক্ষা সাধারণ মানুষকে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে, চরিত্র গঠনে ও নির্ভীক হতে সহায়তা করে না, তা শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা হল তাই, যে শিক্ষা মানুষকে সঠিক পথে ও সঠিক ভাবে বাঁচতে শেখায়।[৪] তাঁর কাছে শিক্ষার অর্থ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিনির্ভর শিক্ষা, যা মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক, চরিত্র গঠন ও মানবিক মূল্যবোধ জাগাতে সহায়তা করে।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দেওয়ার পর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় অগণিত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি যুবসমাজের ক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্পর্কেও গভীরভাবে অবগত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যুবসমাজ মানবতার সেবা করার জন্য নিজেদের প্রশিক্ষিত করুক। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, জীবনের লক্ষ্য হল নিঃস্বার্থতা এবং অন্যদের জন্য বেঁচে থাকা। জীবন হল সম্পূর্ণরুপে ত্যাগের বিষয়।

স্বামীজির কথায়- "এই জীবন সংক্ষিপ্ত, জগতের অসারতা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যারা অন্যদের জন্য বেঁচে থাকে তারাই বেঁচে থাকে, বাকিরা জীবিতের অপেক্ষা মৃত।"[৫]

স্বামীজি বলেছিলেন, বীরহৃদয় যুবকগণের প্রয়োজন শুধু প্রেম, সহজ সরল জীবনযাপন ও সহনশীলতা। এই গুণগুলির মধ্যে তিনি প্রেম বা ভালোবাসাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। কারণ অর্থ, সম্পদ বা অন্য কিছু দিয়ে যা জয় করা যায় না, তা প্রেম বা ভালো বাসা দিয়ে সম্ভব। তাঁর মতে জীবনের অর্থ হল বিস্তার, অর্থাৎ বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। তাই যতদিন বাঁচবে তত দিন পরোপকার করাই শ্রেয়। সে দরিদ্র, অজ্ঞ বা নিপীড়িত মানুষই হোক। কোন রকম বিভেদ না করে মানুষের উপকার বা কল্যাণে থাকা মানে এক অর্থে নিজেরই কল্যাণ করা। এই দৃঢ় চিন্তা ও অসীম শক্তি নিয়ে যুবকগণকে এগিয়ে যেতে হবে।

এই বিশ্বে বেশিরভাগ মানুষই সবসময় নেতিবাচক চিন্তা ভাবনায় বিভোর থাকেন। আর এই মানুষগুলোর দ্বারা কোন ভালো কাজই হয় না। তাই তিনি এই নেতিবাচক চিন্তাভাবনার পরিবর্তে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ও জীবনবোধকে জাগ্রত করেছেন। তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সেই প্রবল শক্তি বিদ্যমান। কেবল নাড়াচাড়া করে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। একজন যুবক যদি নিজের ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ ও তেজস্বী করে গড়ে তুলতে চায়, তবে তাঁর সঠিক জীবনযাপনই পর্যাপ্ত। আর তার জন্য প্রয়োজন সঠিক চিন্তাভাবনার। কারণ একজন ব্যক্তির সঠিক চিন্তা তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে। এজন্য হতে হবে আত্মবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল। তবেই একজন যুবক সমাজ তথা দেশ গঠনে তার অবদান রাখতে পারবে। এই আত্মবিশ্বাসী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তিরা যেকোনো অবস্থাতেই নিজেকে সফল ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। যা বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

যুব সমাজ যদি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়, তাহলে আগে নিজের অহংকে বিসর্জন দিতে হবে।[৬] বৈরাগী অর্থাৎ এই বিশ্বের পার্থিব বস্তুর মায়া ত্যাগ করতে হবে। তবেই যুব সমাজ অন্যের আপদে বিপদে পাশে

থাকতে পারবে। মানুষের জীবন হল অতি ক্ষুদ্র, তাই জীবনের মায়া ছেড়ে মহান কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। এই পৃথিবীর সবাইকে একদিন মরতে হবে, কেউ আগে, কেউবা পরে। অতএব আলসে না হয়ে সম্পূর্ণ উদ্যমের সহিত কর্ম করতে হবে।

জগতে এমন কিছু নেই যা মানুষ অর্জন করতে পারবে না। মানুষই সব পারে শুধু নিজের প্রতি এই বিশ্বাস রাখতে হবে। মানুষের মধ্যে সেই অসীম শক্তি রয়েছে; যার দ্বারা সে মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত ও সফল হতে পারে। এই জগতে প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু প্রতিভা আছে। এই প্রতিভাকে মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিকশিত করে। এই বিকশিত প্রতিভাই হল আত্মশক্তি। সকলেই হয়তো সেই অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না, কিন্তু নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মবিশ্বাসের দরুণ সেও অসাধ্য সাধন করতে পারে। নিজেকে দুর্বল ভেবে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া মূর্খতার পরিচয়। তাই একমাত্র প্রচেষ্টা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে জীবনের কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

যুব সমাজকে আত্মবিশ্বাস ও অসীম সাহসের সহিত এগিয়ে যেতে হবে। তাদেরকে নির্ভীক হতে হবে, তবেই তারা বড় বড় কার্যে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হবে। যুবকগণের প্রতি স্বামীজি বলেছেন-ওঠো, জাগো কারণ তোমাদের মাতৃভূমি আহ্বান করছেন। আশা করি 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হবে।...অন্যান্য স্থানে যেমন বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমাদের মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করতে হবে, অতএব হে যুবকগন! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বেলে জাগরিত হও।[৭]

বীরহৃদয় যুবকগনের প্রতি স্বামীজির আবেদন; নাম, যশ বা অন্য কিছুর আশায় মহৎ কর্ম থেকে সরে যেও না। নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করো। মনে রেখো-'তৃনৈর্গুনত্বমাপন্নৈর্বধ্যান্তে মত্তদন্তিনঃ'-অনেকগুলি তৃণ গুচ্ছ একত্র করে রজ্জু প্রস্তুত হলে তার দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বেঁধে রাখা যায়।[৮] তোমাদের সকলের উপর ও ভগবানের আশীর্বাদ আছে। তোমরা কর্মফলের আশা না করে নির্লিপ্ত ভাবে কর্মে করো। সমাজ তথা দেশের কল্যাণে নিজেকে যুক্ত কর, দেখবে সমাজ তথা দেশের কল্যাণের সাথে সাথে নিজের ও কল্যাণ হয়ে যাচ্ছে।

সমাজে বিভিন্ন রুচির মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। কেউ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে, আবার কেউ নিন্দা ও সমালোচনা করে। এসবের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যুব সমাজের জন্য লাভজনক নয়। সঠিক পথে থেকে কোনো প্রকার বিচলিত না হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। জীবনে কিছুই নেতিবাচকভাবে গ্রহণ না করে, সবকিছুই ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ যুবকগণ অনন্ত স্বরূপ ও সর্বশক্তিশালী। ইচ্ছা করলে তারা সবকিছুই করতে পারে। এই বিশ্বাসটি তাদের ধারণ করতে হবে, কারণ প্রবল বিশ্বাসই মহৎ কাজের সূচনা করে। এগিয়ে যেতে হবে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গরিব ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে হবে এবং এটাই হবে যুব সমাজের মূল মন্ত্র।

তিনি যুবকদের কর্মের দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেছিলেন, "....উঠে দাঁড়াও, সাহসী হও, শক্তিশালী হও। পুরো দায়িত্ব নিজের কাঁধে নাও, এবং জেনে রাখো যে তুমিই তোমার ভাগ্যের স্রষ্টা।"[৯]

যুব সমাজের উদ্দেশ্যে স্বামীজির দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলির মধ্যে ছিল আত্মনির্ভরতার শক্তি ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার গুরুত্ব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সাফল্য এবং সুখ কেবলমাত্র সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদার মতো বাহ্যিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর না করে নিজের ক্ষমতা এবং প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। তিনি তাদের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ করতে এবং তাদের জীবনের দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করতেন।

তিনি আত্ম-উন্নয়ন এবং আত্ম-উপলব্ধির উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস যে প্রতিটি ব্যক্তির নিজের মধ্যেই মহত্ত্ব অর্জনের ক্ষমতা আছে, যদি তারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখে।

স্বামীজির কাছে আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নৈতিক চরিত্র গঠন। কারণ চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হয়। ব্যক্তিগত চরিত্র এবং জীবনই শক্তির উৎস, আর কিছুই নহে। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্রবল সম্পন্ন মানুষের। জগত এখন তাদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায় ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়। চরিত্রই বাধা বিঘ্ন স্বরুপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ বের করে নিতে পারে।[১০] তিনি সুগঠিত স্বাস্থ্যের উপর ও জোর দিতেন। এই উপলব্ধিই প্রকাশিত হয় 'গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো'[১১]-এই উক্তির মধ্য দিয়ে। সুন্দর স্বাস্থ্য মনের প্রসারতা বৃদ্ধির সহায়ক, যা জ্ঞানমূলক বিষয় সংরক্ষণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে। তিনি সততা, দয়া, পরোপকার, সহনশীলতা এবং দেশপ্রেমের মতো গুনাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি কর্মযোগের ধারণা দিয়েছিলেন, যার অর্থ হল নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা। তিনি মনে করতেন কর্মযোগের মাধ্যমে মানুষ তার অহংকার ত্যাগ করে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে। নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায় হিসাবে তিনি ধর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ধর্ম মানুষকে সংযমী, সৎ এবং পরোপকারী হতে উৎসাহিত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ সকল ধর্মের ঐক্য এবং আধ্যাত্মিক সত্যের সার্বজনীনতার উপর জোর দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সকল ধর্মই একই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ এবং বিভিন্ন ধর্মের থেকে ভালো দিকগুলোকে নেওয়ার এবং একে অপরের বিশ্বাসকে সম্মান করার চেষ্টা করা উচিত। সহনশীলতা এবং পারস্পরিক বোঝা পড়ার এই বার্তা আজকের বিশ্বে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে হলে চাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন। আর এক্ষেত্রে মুখ্য ভুমিকায় থাকবে যুব সমাজ। কারণ যুব সমাজই পারে একটি উন্নত ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে। আমাদের পাশ্চাত্য থেকে আনতে হবে প্রযুক্তি, বিনিময়ে ভারত দেবে আধ্যাত্মিকতা। স্বামীজির এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৯ সালে প্রবাসী পত্রিকাতে তিনি লেখেন, "ভারতের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতে দিবার পথ রচনা করিতে গিয়া তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[১২]

স্বামীজি বুঝেছিলেন যদি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে যুব সমাজের দ্বারাই তা সম্ভব। আর তার জন্য তিনি যুব সমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ যুব সমাজ পারে না এমন কিছু নেই।

তাদের আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য, প্রচেষ্টা ও অসীম সাহসই যে কোন পরিস্থিতিতে বিজয়ী হতে সহায়তা করে। তাই আজ যেখানে সমাজ ক্ষয়িষ্ণুতার পথে, অধিকাংশ যুবক যেখানে দিশাহারা, সেখানে স্বামীজির জীবনাদর্শ যুব সমাজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবনাদর্শ ও কাজ এযাবৎ দেশের যুব সমাজকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর অনুপ্রেরণায় বহু যুবক নিজেকে তৈরি করেছেন এবং দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি স্বামীজির ভাবধারায় এতটাই অনুপ্রাণিত ছিলেন যে, ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সালের তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া পর্যন্ত স্বামীজির দেখানো পথেই পরিচালিত ছিলেন। তিনি বলেছেন-"জীবনের প্রতি পদে যেসব দ্বিধা, যেসব সংশয় মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতো, সুচিন্তিত একটি জীবনাদর্শ ছাড়া আর কিছুতেই তাদের জয় করা সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ আমাকে এই রকম একটি আদর্শের সন্ধান দিলেন। এই আদর্শকে জীবনে মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহন করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সংকট আমি সহজেই পার হয়ে এসেছি।"[১৩] নেতাজির মত এরকম অনেকে আছেন যারা স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনের আসল অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। বর্তমানে স্বামীজির আদর্শে গঠিত অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডল। এই যুব মহামন্ডলের মাধ্যমে প্রতি বছর হাজার হাজার যুবকগণ স্বামীজির জীবনাদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। যা তাদের চরিত্র গঠনে এবং ভবিষ্যতের পথ সুগম করতে সহায়তা করে। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ যুব সমাজে আজও সম্পূর্ণ রুপে বাস্তবায়িত হয়নি। তাই দেখা যায় অনেক যুবক এখনো মাদকাসক্ত, সহিংসতা এবং অন্যান্য নেতিবাচক কার্যকলাপের সাথে জড়িত। এর কারণ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন।

তবে আমার বিশ্বাস স্বামীজির আদর্শ ও ভাবধারার প্রচার ও প্রসার যদি ঠিক মত ঘটানো যায়, তাহলে সমাজের হাজার হাজার যুবকবৃন্দকে তাঁর ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ করে সঠিক পথের দিশা দেখানো সম্ভব। আর তা হলে তাদের চরিত্র গঠন, শিক্ষা, কর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং দেশপ্রেমের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে এবং এই আদর্শগুলি অনুসরণ করে যুব সমাজ সমাজের সমস্ত রকম ব্যাধি দূর করে একটি উন্নত ও সুষ্ঠু সমাজ তথা দেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বিবেকানন্দ স্বামী, ওঠো জাগো এগিয়ে চলো, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০০০৩, পুনর্মুদ্রণ-জুলাই, ২০১৯, পৃ. ০১

২. Deshwal, A. Relevance of Swami Vivekananda as Youth Icon of India. Press information Bureau Government of India. January 2015. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114503

৩. Deshwal, A. Relevance of Swami Vivekananda as Youth Icon of India. Press information Bureau Government of India. January 2015. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114503

৪. বিবেকানন্দ স্বামী, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, কলকাতা-২৯, ঊনবিংশ মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৪৫

৫. Gupta, Dr. A. Swami Vivekananda's Message to the Youth, 'Youth, Peace Building and Non-Violent Communication. Vivekananda International Foundation, March 2018. https://theadvocatesleague.in/researches/view/Swami-Vivekanandas-Vision-Message-to-Youth-.html

৬. বিবেকানন্দ স্বামী, ওঠো জাগো এগিয়ে চলো, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০০০৩, পুনর্মুদ্রণ-জুলাই, ২০১৯, পৃ. ০১

৭. তদেব, পৃ. ০২

৮. তদেব, পৃ. ১৩

৯. . Gupta, Dr. A. Swami Vivekananda's Message to the Youth, 'Youth, Peace Building and Non-Violent Communication. Vivekananda International Foundation, March 2018. https://theadvocatesleague.in/researches/view/Swami-Vivekanandas-Vision-Message-to-Youth-.html

১০. বিবেকানন্দ স্বামী, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, কলকাতা-২৯, ঊনবিংশ মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর, ২০১৮ , পৃ. ৩৪

১১. Singh, Dr. S. Relevance of Swami Vivekananda for Youth in 21st Century. December 2018. https://www.swadeshsingh.in/2018/12/relevance-of-swami-vivekanand-for-youth.html?m=1

১২.গোস্বামী তরুণ, স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ, দৈনিক স্টেটসম্যান, জানুয়ারী ২০২৫, https://www.dainikstatesmannews.com/bichitra/swami-vivekanandas-india/112906

১৩. দাস শিব শঙ্কর, স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রানিত সুভাষ, দৈনিক স্টেটসম্যান, জানুয়ারী ২০২৫, https://www.dainikstatesmannews.com/editorial/subhash-inspired-by-swamijis-ideals/114534